১৭-০৭-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য ডবল হিংসা ত্যাগ করতে হবে, গুপ্ত যোদ্ধা হয়ে মায়ারূপী শত্রুর ওপর বিজয়ী হতে হবে।"

প্রশ্নঃ- ছোট মুখে বড় কথা... এই প্রবাদ কাদের জন্য এবং কেন বিখ্যাত?

উত্তরঃ- এই প্রবাদ পরমাত্মার জন্য। কিভাবে তিনি এই সাধারণ শরীরে বসে, এই ছোট মুখের দ্বারা তোমাদেরকে বড় বড় কথা শোনান। দীনবন্ধু বাবা তোমাদেরকে গরিব থেকে ধণী বানিয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারাও বল যে আমরা হলাম শক্তিশালী উত্তরাধিকারী। আমরা রাবণের ওপর জয়ী হয়ে সমগ্র বিশ্বে স্বর্গ স্থাপন করছি। এটাও হল ছোট মুখে বড় কথা। দুনিয়ার মানুষ এইসকল কথা শুনে হাসে, কিছুই বুঝতে পারে না। তোমাদের মত কথা কেউই বলতে পারবে না।

গীতঃ- আজ অবশেষে এলো সেই দিন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল এবং এর অর্থও বুঝল। নিশ্চয়ও হয়েছে যে যাকে পতিত পাবন বলা হয় সেই বাবা এখন এসেছেন। তাঁকে পতিত-পাবনের সাথে দীনবন্ধুও বলা হয়। এই সময়ে সমগ্র দুনিয়াটাই নরক, অনেকেই গরিব। সমগ্র সৃষ্টিই এখন গরিব। এইরকম ভেবো না যে রাশিয়া, আমেরিকা অনেক ধনী। ওদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা স্বর্গের তুলনায় কিছুই নয়। সব সুযোগ সুবিধা এবং সম্পত্তি একত্রিত করলেও তা স্বর্গের তুলনায় নগণ্য। হয়তো কেউ কেউ লেখে যে চীনের এত মিলিয়ন পাউন্ড সোনা কেনার ক্ষমতা রয়েছে এবং আমেরিকাও এইরকম ধনী। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের যে রাজধানী বা স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে তার তুলনায় এইসব কিছুই নয়। এখানে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ গরিব। স্বর্গের তুলনায় তো গোটা বিশ্বই এখন গরিব। বাবার নামই হল দীনবন্ধু । স্বর্গে এই ভারতই কত ধনবান ছিল। তুলনা করে দেখ। এখন কি হাল হয়েছে। দীনের নাথ বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে কত ধনবান বানিয়ে দেন। আমরা মহারাজা মহারানীরা কতই না ধনী হব। ভক্তিমার্গে কত সুন্দর সুন্দর মন্দির বানায়। অতএব বাবার এই দীনবন্ধু নামটা তো মানানসই, তাই না? ওটা হল নতুন দুনিয়া, এটা পুরাতন দুনিয়া। বোঝা যায় যে পুরাতন দুনিয়াতে মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে। স্বর্গ হল সুখের ভান্ডার। এই দুঃখের দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য কেউ না কেউ তো অবশ্যই আছেন। তিনি কিভাবে পরিবর্তন করেন? সেটাও তোমরা জানো। এক্ষেত্রে ঝগড়া, লড়াই ইত্যাদির তো কোনও প্রশ্নই নেই। গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ তো দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারবে না। যিনি দুনিয়া পরিবর্তনের কার্য করেন তাকে ভগবান বলা হয়। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে বাবা আমাদেরকে কি থেকে কি বানাচ্ছেন। নামটাই হল স্বর্ণযুগ অর্থাৎ সোনার দুনিয়া। সোনার দ্বারকা বলা হয়, অর্থাৎ গোটা শহরটাই সোনার। তাহলে অবশ্যই এত ধন সম্পত্তিও থাকবে। বাচ্চারা এইসবের সাক্ষাৎকারও করেছে। বাবা বলছেন, যত তোমার আগে এগোবে তত প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎকার হবে। যখন নিজের দেশের কাছাকাছি কেউ চলে আসে তখন ভাবে যে এখনই আমি পৌঁছে যাব। তোমরা জানো যে এইরকম লড়াইও অবশ্যই হবে। তবেই না পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। যেমন দিল্লি আগে পুরাতন ছিল, এখন নতুন বানিয়েছে। তোমরা জানো যে এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল কবরস্থান, এরপর পরীস্থান

হবে। বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। ভারতের জন্য অবশেষে সেই দিন এসেছে - গরিব ভারত বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছে। গোটা দিল্লিকেই তো নতুন দিল্লি বলা যাবে না। নতুন দুনিয়াতে নতুন দিল্লি হবে। গান্ধীজি বলতেন এবং এখনও অনেকে বলে যে রাম রাজ্য চাই। তাহলে এর থেকেই বোঝা যায় যে এই দুনিয়াটা হল রাবণ রাজ্য। বলে দেয় যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গতঃ হয়েছে। তাহলে সেই ব্যক্তি আগে নিশ্চয়ই নরকে ছিল, এখন স্বর্গে গেছে। স্বর্গে এইরকম বলবে না। এখানে স্বর্গের সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। কেউ মারা গেলে বলে যে সে স্বর্গধামে গেছে। স্বর্গে কোন্ ধর্মের মানুষেরা থাকে? গড ফাদারই স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা দেখ যে তিনি কত সাধারণ ভাবে বসে আছেন। নাটকের রহস্যকে তোমরাই জানো। কোনো সময়ে যে ঘটনা ঘটে, পরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ৫ হাজার বছর পরে পুনরাবৃত্তি হবে। যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যেটা অতীত হয়ে গেছে। এইসব হল সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভূগোল যেটা পুনরায় হবে। খ্রিস্টান ধর্ম থাকবে না, যীশু খ্রিস্ট এসেই স্থাপন করবে। এই সব কথা তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবা বলছেন, ৫ হাজার বছর পরে আমি পুনরায় রাজযোগ শেখাতে এসেছি। শিক্ষক রূপে তিনি বলছেন, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের রহস্য শোনাচ্ছি। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ এই জ্ঞান দিতে পারবে না। এই সকল কথা কোনো শাস্ত্রতেও নেই। এইসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। যীশু খ্রিস্ট ৩ হাজার বছর পরে পুনরায় আসবে। এতদিনে ২ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাহলে তো মোট ৫ হাজার বছরের হিসাব হল, তাই না? কিন্তু এইসব কারোর বুদ্ধিতে ধারণই হয় না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে পুনরায় স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। কোনো লড়াইয়ের দ্বারা নয়। বাবা তো হিংসা শেখাতে পারেন না। তোমরা বাবার দ্বারা ডবল অহিংসক হয়ে ডবল মুকুটধারী হচ্ছ। বাবা বলেছেন, কাম বিকার হল মহাশত্রু। এর ওপর জয়ী হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এখন হল সেই সময়। বর্তমান পরিস্থিতি তো দেখতেই পাচ্ছ। ভারতে এই লড়াই ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল। তারপর কাদের জয় হয়েছিল? যাদব এবং কৌরবদের বিনাশের পর কি হয়েছিল? সেই সম্বন্ধে কিছুই দেখানো হয়নি। বাবা আসেন, তারপর মহাভারতের যুদ্ধ হয়, তারপর কি হয়? দেখিয়েছে যে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পাণ্ডবরা গলে গেছে। তাদের সাথে একটা কুকুরকেও দেখিয়েছে। কিছুই বোঝে না। কত বড় সীমাহীন চক্র, কত রকমের ধর্ম। তোমাদের বুদ্ধির খোলায় সমস্ত রহস্যের জ্ঞান আছে। আগে তোমরা অনেক ধনবান ছিলে। এখন খুব গরিব হয়ে গেছ। এখন মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি কেমন সেটা তো বুঝতেই পারছ, এই নিয়ে অনেক কথাও শোনা যায়। তোমরা এটাও জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে পূর্ব কল্পের মত শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করছি। এর জন্য নেশা হওয়া উচিত। গুপ্ত অজ্ঞাত যোদ্ধা বলা হয়। বাস্তবে তোমরাই হলে অজ্ঞাত, আবার তোমরাই হলে অতি বিখ্যাত। ওরা অজ্ঞাত যোদ্ধা বলে কিন্তু আবার এতই বিখ্যাত যে বড় বড় ব্যক্তিরাও গিয়ে পূজা করে। তোমরাও কত বিখ্যাত হয়ে যাও। তোমাদের ওপর কত ফুল চড়াবে, কত মন্দির বানাবে। কিন্তু এখন তোমাদেরকে কেউই জানে না। ওরা সবাই তো বন্দুকবাজি করে মরে যাবে। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দাও। তারপর তোমরা বিষ্ণুমালা কিংবা রুদ্রমালাতে স্থান পেয়ে যাও। কিন্তু এটা কেউই বোঝে না যে শিবশক্তি পাণ্ডবসেনারা কি করেছিল। এই সময়েও তারা জানে না যে তোমরা কি করছ। তোমরা কতই না শক্তিশালী যোদ্ধা। তোমাদের যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে? রাবণের বিরুদ্ধে। তোমরা যদি কাউকে বল যে আমরা যুদ্ধের ময়দানে আছি তাহলে সে শুনে হাসবে। বলবে, ছোট মুখে বড় কথা বলছে। আমরা স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমাদের মত কথা কেউই বলতে পারবে না। বেহদের বাবা এসে এই ছোট মুখ দিয়ে কত বড়

বড় কথা বলেন। দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণের জন্য বলে যে ছোট মুখে বড় কথা। কিন্তু কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, বাচ্চার মুখ তো ছোটই হবে। ছোট মুখে বড় কথা - এটা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়। বাবা হলেন দীনবন্ধু । তিনি এসে সবাইকে কত ধনবান বানিয়ে দেন। তিনি পুরাতন শরীরেই আসেন। তোমরাও গরিব এবং এই ভারতও গরিব, বাবা এসে এদেরকেই আপন করেন। তোমরা বল যে বাবা এসে নরককে স্বর্গ বানিয়ে দিচ্ছেন। এটা কত বড় গুপ্ত কথা। মানুষ বলে ভারত কিভাবে স্বর্গ হবে? এটা কিভাবে সম্ভব? এই কলেজ দেখো কিরকম! এখানে পড়ান কে! আর এই পড়ার দ্বারা তোমরা কত উঁচু পদ পাও। তোমরা কত সাধারণ ভাবে বসে আছ। সত্যিই কি আশ্চর্যের! তাই না? প্রতি কল্পেই এইরকমই হবে। শুরু থেকে যা কিছু হয়েছে, বাবা যেভাবে এসেছেন সেই সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হবে। বাবা বসে একে (ব্রহ্মাবাবাকে) বোঝাচ্ছেন। তুমি তোমার জন্মকে জানো না, আমি তোমাকে বলছি। তারই নিশ্চয় হবে যার প্রতি কল্পে হয়েছিল। মায়াও কম নয়। নিজের নিশ্চয় হয় এবং অন্যদেরকেও নিশ্চয় করায়, কিন্তু তারপরেও মায়া সংশয়বুদ্ধি করে দেয়। এই রকম সংশয়বুদ্ধি হয়ে যারা চলে গেছে তাদেরকে পুনরায় নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন করা হয়। বোঝা যায় যে বাবার এই জ্ঞান বড়োই আশ্চর্যজনক। তাই বলা হয় ভগবানের গতি মতি ভগবানই জানেন। গরিব নওয়াজ বাবা এসে কত ধনবান বানাচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। পুনরায় নবীন বানিয়ে কল্পবৃক্ষসম কায়া করে দেন। তোমাদের শরীর খুব সুন্দর হয়ে যায়। তোমরা বোঝ যে সত্যযুগে আমাদের আয়ু বড় ছিল। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতাম। এখন দেখ কি হাল হয়েছে। মৃত্যুকে ভয় পায়। তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছ। তোমরা যখন জঙ্গলে যাও তখন কেউ তোমাদের সামনে আসলে তার সাক্ষাৎকার হয় যে ইনি তো দেবী, তখন সেই পালিয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে কত ভালোভাবে সামলান, তাই তোমাদের নাম রাখা হয়েছে শক্তিসেনা। অন্য সকল মানুষ তোমাদেরকে ভয় পাবে। কালীকে কত ভয় পায়। ভয়ঙ্কর রূপ দেখানো হয়েছে। এই রূপেরও সাক্ষাৎকার হয়েছে। কোনো চোর সামনে এলে কালীর রূপ দেখে পালিয়ে যায়। তোমাদের কত ভালোভাবে সামলানো হয় এবং রক্ষা করা হয়। কিসের থেকে রক্ষা করা হয়? রাবণের হাত থেকে। তোমাদেরকে অনেক যুক্তি বলা হয়। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়া কাছে আসার নামই নেবে না। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে নিজের কাছে তালিকা অবশ্যই রাখ। এটা হল তোমাদের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার সময়ে তাদেরকে দেখা শোনা করার জন্যও কেউ থাকে। যাতে কোথাও কেউ কোনো গড়বড় না করে। তোমাদেরকে তো শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, তাই বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ কর। মায়া অনেক খারাপ সংকল্প নিয়ে আসবে। ভাবে যে আগে তো কখনও এইরকম খারাপ খেয়াল আসেনি। এখন বুড়ো হয়ে গেছি তাও কেন এত খারাপ সংকল্প আসছে। অনেক খারাপ স্বপ্নও আসবে। কিন্তু মায়ার তুফানকে ভয় পেলে চলবে না। কখনো কামের আগুনে দগ্ধ হয়ো না। বাবা বুঝিয়েছেন যে - এই সময়ে সকলে কামচিতার আগুনে পুড়ে মরে গেছে। খারাপ কাজ করতেই থাকে। বিদেশে তো ৪-৫ জন বাচ্চার জন্ম দিলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খবরের কাগজে এইরকম অনেক খবর থাকে। বাবা তোমাদেরকে সমগ্র দুনিয়াতে কি কি হচ্ছে সেই খবর শোনান। কোথাও বড় কোনো লড়াই লেগেছে কিনা তা রেডিওর দ্বারা জানা যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন অনেক ধনবান হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হচ্ছি। ওখানকার প্রজারাও অনেক ধনী হয়, তাদের কাছেও কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না যার জন্য কিছু আবিষ্কার করতে হবে। কৃষ্ণ তো অনেক ধনবান। কিন্তু শিববাবার কাছে কি কোনো পয়সা আছে? কৃষ্ণ হল বৈকুণ্ঠের মালিক। তোমরা জানো যে আমাদের কত উঁচু লক্ষ্য। বরাবর এই লক্ষ্মী-নারায়ণ মহারাজা-মহারানী ছিলেন। কিন্তু এখন আর নেই। এখন বাবা পুনরায় ঐরকম বানাচ্ছেন। ইনি তো (ব্রহ্মাবাবা)

এখন কত গরিব, কিন্তু একসময়ে কত ধনী ছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের ইতিহাস ভূগোল তোমরা জানো। এমন কোনো মানুষ আছে কি যে তার ৮৪ জন্মকে জানে। তোমরা এখন কত উঁচু শিক্ষা পাচ্ছ। এই শিক্ষা কেবল বাবাই দেন। তাঁর কত মন্দির তৈরি করে। তোমরা বলবে যে আমরাই রাজত্ব করেছিলাম। আমাদের কত মন্দির বানানো আছে। সারাদিন এইসকল কথা চিন্তন করে হর্ষিত থাকতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) মায়ার তুফানকে ভয় পেলে চলবে না। স্মরণের প্রতিযোগিতা করতে হবে। স্মরণের তালিকা রাখতে হবে। স্মরণই হল সুরক্ষার উপায়।

২) শ্রীমৎ অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করছি, আমরা হলাম গুপ্ত কিন্তু অতি বিখ্যাত যোদ্ধা - এই রুহানি নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি এবং কৃতির দ্বারা সেবা করে নিরন্তর সেবাধারী হও।

শ্বাস ছাড়া যেমন এই শরীর থাকে না, সেইরকম ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল সেবা। যেমন শ্বাস না চললে মূর্ছা যায়, সেইরকম কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা যদি সেবারত না থাকে তবে তাহলে সেও মূর্ছা যাবে। তাই সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি এবং কৃতির দ্বারা সেবা করতে থাক। বচনের দ্বারা সেবার সুযোগ না পেলে মনসা সেবা কর। সমস্ত ধরণের সেবা করলেই সম্পূর্ন নম্বর প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

স্লোগান:- সাক্ষীরূপে স্থির থাকার আসনই হল যথার্থ নির্ণয় নেওয়ার আসন।